সমকাল

তারিখ ... 13 JUL 2017 ...
পৃঃ ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী

অসন্তোষ ও অভিযোগ আমলে নিন

বেতন থেকে অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে 'অতিরিক্ত' অর্থ কেটে রাখায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা যে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, তা বিবেচনার দাবি রাখে বলে আমরা মনে করি। আগে অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য মোট ৬ শতাংশ কর্তিত হলেও জুনের মাঝামাঝি জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে তা বাড়িয়ে মোট ১০ শতাংশ করা হয়। এটা ঠিক যে, বেতন থেকে অর্থ আগের তুলনায় বেশি কর্তন করা এক অর্থে স্বাগতই হতে পারত। কারণ যে পরিমাণ অর্থ কাটা হবে, অবসরের সময় সমপরিমাণ অর্থ সরকার থেকে পাবেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। তাহলে শিক্ষক-কর্মচারীরা কেন আন্দোলনে? বুধবার সমকালে প্রকাশিত শীর্ষ প্রতিবেদন সূত্রে জানা যাচ্ছে, বর্ধিত হারে অর্থ কাটা হচ্ছে যতটা না শিক্ষক-কর্মচারীদের সুবিধার জন্য, তার চেয়ে বেশি ইতিমধ্যে অবসর সুবিধা পাওনাদারদের জট কাটাতে। ২০০২ সালে অবসর সুবিধা বোর্ড প্রতিষ্ঠা হলেও এর আওতায় অবসরভোগী শিক্ষক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের জন্য বাড়তি তহবিল জোগানো হয়নি। চাকরিরত শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে আদায় হওয়া অর্থ থেকেই তা পরিশোধ করা হতো। কিন্তু প্রতি বছর অবসরে যাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীরা যে পরিমাণ অর্থ পাওনা হন, প্রতি বছর সেই পরিমাণ অর্থ জমা হয় না। স্বাভাবিকভাবেই কিছু অবসরপ্রাপ্তকে অবসর সুবিধা পেতে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। তাদের হয়রানি ও দুর্ভোগ কতটা চরমে ওঠে, তার চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি সমকালে বুধবারেই প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদনে। আমরা মনে করি, বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেও তাদের প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান না করা উচিত হয়নি। অবশ্য বিলম্বে হলেও গত অর্থবছরে এই খাতে সরকার ছয়শ' কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু সবার পাওনা মেটাতে প্রয়োজন আরও অর্থ। আমরা চাই, বিষয়টিকে সরকার মানবিকভাবে বিবেচনা করুক। কর্মজীবন শেষ করে আমাদের জ্যেষ্ঠ নাগরিকরা পাওনা অর্থের জন্য হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হবেন– এটা মেনে নেওয়া যায় না। অবসর সুবিধা পেতে পেতে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে না পেয়ে জগৎ থেকেই অবসর নেওয়ার মর্মান্তিক নজিরও রয়েছে। কর্মরতদের কাছ থেকে বেশি হারে অর্থ আদায় করে অবসরপ্রাপ্তদের পাওনা মেটানোও কোনো টেকসই ব্যবস্থা হতে পারে না। এর ফলে চলতি জট ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে। আমরা চাই, এই খাতে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করুক। শিক্ষক-কর্মচারীরা না চাইলে তাদের বেতন থেকে বাড়তি অর্থ কাটাও উচিত হবে না। বস্তুত বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল থেকে নতুন হারের পরিপত্র প্রত্যাহারেরই দাবি জানানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করুক। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিযোগ ও অসন্তোষ আমলে নিক।